দৈনিক বাংলা

...০০০-18

তারিখ 24 DEC 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

কাজে গতি সঞ্চারের জন্য ৩টি শিক্ষা পরিদফতর পুনর্বিন্যস্ত

।। শওকত আনোয়ার ।।

তিনটি শিক্ষা পরিদফতরের কাজের পুনর্বিন্যাস সাধন করা হয়েছে এবং মহা পরিচালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা কে কি কাজ করবেন তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

কাজের অস্বাভাবিক চাপ ও দীর্ঘসূত্রতা দূর করার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতর এবং কারিগরি শিক্ষা পরিদফতরের কর্মকর্তাদের মধ্যে তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে গত ৬ই আগস্ট প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর এবং ৯ই আগস্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতর ও কারিগরি শিক্ষা

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

পরিদফতর পুনর্বিন্যস্ত

(১-এর পৃঃ পর)

পরিদফতরকে এ সম্পর্কিত পৃথক বিস্তারিত নির্দেশাবলী পাঠানো হয়েছে। একই কাজের পুনরাবৃত্তি রোধ, কাজ আংশিকভাবে সম্পাদন করার প্রবণতার অবসান, কাজে গতি সঞ্চার করা এবং বিভিন্ন স্তরে কর্মকর্তাদের মধ্যে আস্থা ও দায়িত্ব বাড়ানোই এর মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক স্তরে কর্মকর্তা নিজ কাজের সীমানায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উল্লেখ ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

তবে কড় ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অথবা কর্মকর্তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। শুধু তাই নয়—প্রয়োজনে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী এবং নিজ ক্ষমতার এলাকা বহির্ভূত বিষয়েও যাতে কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও উপদেশ গ্রহণ অবাধে করতে পারেন তারও নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

এই সূত্র জানান, অতীতে অতি সাধারণ কাজেও অনেক সময় মহা পরিচালককে পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দিতে হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ দৈনন্দিন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যেও কর্মকর্তারা অধীনস্ত কারণিকের ওপর নির্ভরশীল থাকতেন। ফলে বহু ক্ষেত্রে কাজে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি হত।

জানা গেছে, দেশের তিন শিক্ষা পরিদফতরের মহা পরিচালককে এরপর নিয়মিত পরিদর্শন কর্মসূচী নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একইভাবে নিজ নিজ কাজের এলাকার সকল স্তরের কর্মকর্তা বিশেষ করে পরিদর্শক ও মহিলা পরিদর্শককে সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যায়তন নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। নিজ এলাকায় রুটিন কাজে প্রত্যেক কর্মকর্তা যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, অনুরূপভাবে এই সিদ্ধান্তের জন্যে তিনি পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ী থাকবেন।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানান, প্রাথমিক শিক্ষালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও সেখানে নিয়মিত ক্লাস না হওয়া এবং শিক্ষকদের মধ্যে অনুপস্থিতি বিশেষ করে প্রকৃত সংখ্যক শিক্ষকের চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষকের সংখ্যা দেখিয়ে গোপ[illegible] নিয়মিত সরকারী ভাতা গ্রহণে[illegible] অভিযোগ থাকলেও অতীতে [illegible] ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়া যায়নি।

সূত্র জানান, কেবল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রায় ৩৭ হাজার বিদ্যালয়, এক লাখ ৫৮ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ৯০ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে। বাংলাদেশে সরকারী পরিচালনায় এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিক্ষা ব্যবস্থা। [illegible] পাঁচসালা পরিকল্পনায় [illegible] হতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৫ ভাগ অর্থ এই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ হচ্ছে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট দায়িত্ব। কেবল সুষ্ঠুভাবে উচ্চ দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামোই পারে এই প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে।

জানা গেছে, সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের চারটি বিভাগের জন্যে চারটি বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতদিন বিভাগে উপপরিচালকের দফতর দিয়ে কাজ চালানো হয়েছে।